নতুন সহযোগিতার মিশন নিয়ে যাত্রা শুরু করল হাসপাতাল জাহাজ মার্সি

জেন মোর্স
ওয়াশিংটন ফাইল স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ১৮ই মে -- ইন্দোনেশিয়ায় আঘাত হানা সুনামি কবলিত এলাকায় প্রশংসার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ মার্সি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে আরও একটি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরু করেছে।

গত ২৪শে এপ্রিল স্যান ডিয়াগো ত্যাগ করে এবার মার্সি ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ এবং পূর্ব তিমুরে পাঁচ মাসের একটি কার্যক্রম চালু করেছে।

এই সময় মার্সি জাহাজ সেনাবাহিনীর সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে বেসামরিক লোকজনও নিয়ে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র প্যাসিফিক নৌবহরের কমান্ডার অ্যাডমিরাল গ্যারি রোহেড গত ১০ই মে ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের বলেন "আমি মনে করি সম্ভবত এই মিশনের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দিক হচ্ছে মার্সির সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের যোগদান।"

তিনি বলেন, বিগত দিনে সংকটের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করেছে। তবে তিনি আরও বলেন "কার্যক্রমটি সংকটের কারণে গ্রহণ না করে বরং শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশীদের সহায়তা করার ইচ্ছা থেকে যৌথ পরিকল্পনা ও সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। আমি মনে করি যে, বেসরকারি সংস্থা এবং অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার এই মডেল ভবিষ্যতেও থাকবে।"

অ্যাডমিরাল বলেন, ফিলিপাইনে কার্যক্রমের প্রথম পর্বে মার্সি জাহাজে দুটি ভিন্নধর্মী বেসরকারি সংস্থাকে জড়িত করা হবে। সংস্থা দু'টি হচ্ছে হনলুলু-ভিত্তিক অ্যালোহা মেডিকেল মিশন এবং প্রজেক্ট হোপ।

রোহেডের মতে, ফিলিপাইনের ছ'টি অতিরিক্ত বেসরকারি সংস্থা স্থল থেকে অংশ নেবে। এসব বেসরকারি সংস্থা মার্সি জাহাজের সুবিধাদি ব্যবহার করবে। তিনি বলেন, কার্যক্রমের অন্যান্য পর্যায়ে আরও বেশী সংখ্যক বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

রোহেড বলেন, "আমি মনে করি সুনামী পরবর্তী ত্রাণ প্রচেষ্টায় মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ প্রদানের জন্য আন্তঃসংস্থা, আন্তর্জাতিক ও মানসম্পন্ন কার্যক্রম পদ্ধতি আরও উন্নত করার সুযোগ কাজে আসবে যা গত বছর শুরু হয়েছিল।"

বেসরকারি কর্মী ছাড়াও ৯০০ ফুট দীর্ঘ মার্সি জাহাজটি যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর একটি চিকিৎসা দল, দু'টি এইচ-৬০ হেলিকপ্টার, নৌবাহিনীর নির্মাণ প্রকৌশলী এবং যুক্তরাষ্ট্র গণস্বাস্থ্য সেবার প্রতিনিধিদের বহন করছে।

রোহেড বলেন, এই গ্রুপটি চিকিৎসক পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক এবং বহুবিষয়ে বিশেজ্ঞদের একটি আন্তঃসংস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করছে যারা জাহাজে এবং স্থলে ব্যাপক সেবা প্রদানে সক্ষম।

তিনি বলেন,"এটি স্বেচ্ছাসেবী ও পেশাজীবী, সামরিক ও বেসামরিক নারী পুরুষদের নজিরবিহীন একটি দল। তারা জীবন রক্ষা, আকাংঙ্খার নবজাগরণ এবং সুনাম ছড়িয়ে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।"

অ্যাডমিরাল বলেন, মার্সি জাহাজ ঐ অঞ্চলে যে সকল চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে মৌলিক চিকিৎসা মুল্যায়ন ও চিকিৎসা সেবা, দাঁত ও চোখ পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, চশমা বিতরণ, প্রতিশেধক চিকিৎসা সেবা, সাধারণ ও চোখের অস্ত্রোপচার, গণস্বাস্থ্য সেবা এবং এমনকি স্বেচ্ছাসেবাসমুহ। মার্সি দলটি চিকিৎসা, দাঁত, নাগরিক এবং নির্মাণ কার্যক্রমের প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং মানবিক সহায়তা শুরু করতে প্রস্তুত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রোহেড বলেন, "প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের নিদর্শন হিসেবেই মার্সি জাহাজ পাঠানো হচ্ছে যাদের সাথে আমরা যৌথভাবে কাজ করা উপভোগ করি।"

অ্যাডমিরাল জোর দিয়ে বলেন যে, মার্সি জাহাজ প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট স্বাগতিক দেশগুলোর চাহিদার প্রযোজনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে বেশকিছু দেশ মার্সি জাহাজের আন্তঃসংস্থা এবং আন্তর্জাতিক যৌথ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রোহেড বলেন, "কানাডা কিছু সংখ্যক দন্ত চিকিৎসক দিচ্ছে এবং অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুর মিশনের বিভিন্ন সময়ে কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।"

রোহেড ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মার্সি জাহাজ এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাবে বিধায় প্রতিটি বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সকল বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণকারীদেরও পরিবর্তন হবে।

তিনি বলেন, "বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে এমন স্বেচ্ছাসেবীরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এই কাজ করতে পারবে। আর তাই জাহাজে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মীদের পরিবর্তন অব্যাহত থাকবে। আমরা কর্মীদের পরিবর্তন সহজতর করতে বেসরকারি সংস্থা ও স্বাগতিক দেশগুলোর সাথে অত্যন্ত

ঘনিষ্টভাবে কাজ করেছি। তারা কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু সময় ব্যয় করবে এবং এরপর তারা তাদের স্বাভাবিক পেশায় ফিরে যাবে।”

গত ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়া এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশে সুনামীর আঘাতের পর মার্সি জাহাজকে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ এবং পরে নিয়াসে প্রেরণ করা হয়। অ্যাডমিরাল বলেন, ঐ সময়ে মার্সি জাহাজের দলটি এক লাখ সাত হাজারেরও বেশী রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করে। এছাড়া দলটি ৪৬৬টি অস্ত্রোপচার, ছ’হাজার দন্ত চিকিৎসা, দশ হাজার চিকিৎসা সেবা এবং চার হাজার জোড়া চশমা বিতরণ করে। এ সম্পর্কিত প্রবন্ধ usinfo.state.gov/gi/Archive/2005/Mar/05-433015.html এ পাওয়া যাবে।

রোহেড বলেন, “বার্লিন বিমান উদ্ধার কার্যক্রমের পর যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর জন্য এটিই ছিল সবচেয়ে বড় এাণ কার্যক্রম। আর যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর জন্য ভিয়েতনামের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটিই ছিল সবচেয়ে বড় সম্পৃক্ততা।”

তিনি বলেন, “মানবতার অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করলে যা অর্জন করা যায় এটা ছিল তার এক অবিশ্বাস্য নিদর্শন।”

সুনামী আঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ক তথ্য

ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/মর/মষড়নধষথরংঁবং/ৎবপড়াবৎু.যঃসধ এ পাওয়া যাবে।

মার্সি জাহাজ বিষয়ক তথ্য যুক্তরাষ্ট্র নৌজাহাজ বিষয়ক ওয়েবসাইট ীী.সবৎপু.হব্যু.সরষ এ পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা*।)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য ‘আমেরিকান সেন্টার’-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে ‘আমেরিকান সেন্টার’ প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*